এম, পি, প্রোডাক্সন্সের

নিবেদন

উপেন্দ্র নাথ
গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিদুষী-ভার্য্যা

কাহিনী, সংলাপ ও
গীত-রচনা :
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর-যোজনা :
অনিল বাগচী

আলোক-চিত্র :
ধীরেন দে

শিল্প-নির্দ্দেশ :
শুভো মুখোপাধ্যায়

শব্দধারক :
নৃপেন পাল

ব্যবস্থাপনা :
নীরোদ সেন

সম্পাদনা :
রবীন দাস

চরিত্র-চিত্রণে

অনুভা গুপ্তা
নীলিমা দাশ
রবীন মজুমদার
নীতীশ মুখোপাধ্যায়
নিভাননী
রাজলক্ষ্মী
রেবা বসু
তুলসী চক্রবর্তী
শঙ্করী
মেনকা
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
আশু বোস
কুমার মিত্র
হরিধন, তপেন মিত্র
কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
গোকুল মুখোপাধ্যায়
বৃন্দাবন, হরিধন
মন্টু মুখোপাধ্যায়
ননীদুলাল
প্রভৃতি

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে
আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ

কাহিনী

চণ্ডীতলার মেলায় কবিগানের আসর ; কিন্তু এক পক্ষের দেখা নেই। ওরা সব সরে পড়েছে বায়নার টাকা না পেয়ে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলে বিখ্যাত কবিয়াল মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে গান গাইতে পারবে সে পাবে রূপোর মেডেল। আসরে নামলো নিতাইচরণ। জনতার চাঞ্চল্য বিস্ময়ে রূপান্তরিত হোলো। কারণ নিতাইচরণ জন্মেছিলো রাঢ়দেশের চণ্ডীতলা গ্রামে দুর্ধর্ষ চোরডাকাত ঠ্যাঙ্গাড়ে বীর বংশী ডোম বংশে। ছেলেবেলা থেকেই সে স্বভাব কবি। মুখে মুখে সে গান বাঁধে। মহাদেব কবিয়াল তাকে দেখে হেসে অস্থির। ব্যঙ্গে কটূক্তিতে তাকে আহ্বান করে জাত তুলে গালাগাল দিয়ে সে গান গাইলো। কিন্তু নিতাইয়ের পালা যখন এলো সে ধরলো ভালবাসার সুর। হা'র মানলো সে। পরাজয় স্বীকার করে জয় করলো সবার হৃদয়। জয়ের মালা পেলো ঠাকুরঝির কাছ থেকে মেলায় কেনা কাপড়ের ফুলের মালা। ঠাকুরঝি নিতাইয়ের বন্ধু রাজন মুচির শ্যালিকা। পাশের গাঁয়ে তার শ্বশুর বাড়ি। এ গাঁয়ে আসে দুধ বেচতে। এখানে কৃষ্ণচূড়ার নীচে তারজন্য নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে নিতাইচরণ! তার গানের জন্যে ঠাকুরঝির মনে জমে থাকে মুগ্ধ ব্যাকুলতা। সে দুধের জোগান দেয় নিতাইকে। বন্ধু রাজনের বাড়িতে চায়ের আসর বসে। ঠাকুরঝি তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সেখানে, আর কবিয়ালের গান শোনে।

নিতাইয়ের কবিয়াল খ্যাতিতে ক্রুদ্ধ হোলো তার স্বজাতীয় আত্মীয় স্বজন। মহাদেব কবিয়ালের জাত তুলে তাদের গালাগাল দেওয়াতে তারা অপমানিত। ক্ষুব্ধ। কিন্তু নিতাইচরণ তাদের কথা রাখলোনা। কবিগান সে ছাড়তে পারবে না। জাতিচ্যুত হয়ে সে উঠে এসে আশ্রয় নিলো তার বন্ধু রাজনের কাছে। রাজন ষ্টেশানের পয়েন্টসম্যান আর সেই ষ্টেশনেই কুলীগিরি করতো নিতাইচরণ। কিন্তু এই হীন কাজে তার মতি রইলো না। তার কবিয়াল খ্যাতি যখন ছড়িয়ে পড়লো, তার মনে হোলো কুলীগিরি আর সাজেনা। কবিগান করেই জীবিকা নির্বাহের সংকল্প নিলো সে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের আঘাত মাঝে মাঝে তার মন ক অবসন্ন করে তোলে। তাকে সান্ত্বনা দেয় ঠাকুরঝি, উৎসাহ দেয় রাজন। তারপর একদিন সত্যি সত্যিই ডাক পড়লো রসিক সমাজে। কবিগানের বায়না এলো তার কাছে। সে গেল—তারপর ফিরে এলো বিজয়ী হয়ে। পায়ে তার নতুন জুতো গলায় চাদর। অবাক ঠাকুরঝিকে অবাকতর করে তার গলায় নিতাই পরিয়ে দিলো একছড়া কেমিকেলের হার ……বহুদিন থেকেই দৈনিক একপোয়া দুধের হিসেব না পাওয়ায় শাশুড়ি হার দেখে ক্রুদ্ধ হোলো……কলঙ্কের গঞ্জনায় জর্জরিত করলো ঠাকুরঝিকে। ঠাকুরঝি সে কলঙ্ক গায়ে মাখলো না। কিন্তু তার সে ভালোবাসার আত্মবিশ্বাস বেশী দিন রইল না। ঝড়ের মেঘ এলো ঘনিয়ে। গাঁয়ে এলো এক ঝুমুরের দল। তাদের সেরা মেয়ে বসন্। অদ্ভুত এক দহন তার মনে—যার আঁচল লাগে, যারা তার সান্নিধ্যে আসে তাদের মনেও। কথায় তার ক্ষুরের ধার, চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, ক্ষীন কৃশতনু মেয়ে সে—জলন্ত আগুনের ফুলকীর মতো। ঝুমুর-গানের আসর বসলো কর্মক্লান্ত দিনান্ত উৎসাহে। সেই আসরে দ্বন্দ্ব লেগে গেল বসনের সঙ্গে নিতাইচরণের। বসনের অপমান—জয়টিকা

করে নিয়ে নিতাই চলে এলো, কিন্তু এসে দেখে বসনও তাকে ছাড়ে না! দেহ-লালসাতুর মধুকরদের এড়ানোর জন্যে গায়ে জ্বর নিয়ে সে আশ্রয় নিলো নিতাইয়ের ঘরে। নিতাই তাকে দিলো সস্নেহ আশ্রয়। আর ঠাকুরঝি সব দেখলো-তার নিজের চোখ দিয়ে। জানালা দিয়ে নিতাইয়ের দেওয়া হার ছড়াটা ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে পালিয়ে গেল। ঝুমুরের দল চলে গেল তারপরদিন তাদের নিজের পথে। ঠাকুরঝি কেঁদে মাথা খুঁড়ে অস্থির হয়ে উঠলো!……তারপর কথায় কথায় জানাজানি হয়ে গেল কবিয়ালের প্রতি তার আকর্ষণ, নির্জনে কৃষ্ণচূড়ার তলায় তাদের নিভৃত গল্প করা।

রাজনের স্ত্রী মুখরা 'রাণী' এসে গালাগাল দিলো তাকে, নিষ্ঠুর অভিযোগের শক্তি শেল হানলো নারী সুলভ যুক্তিহীনতায়! রাজন বল্লে "নিতাইকে ঠাকুরঝিকে বিয়ে করবে তুমি? আমি ব্যবস্থা করে দিই"……আর এমনি সময় আলিপুরের মেলা থেকে লোক এলো। তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই ঝুমুরের দল। তাদের দলের কবিয়াল পালিয়েছে। তারা নিরুপায়। আর তাকে স্মরন করেছে বসন! নিতাই-কবিয়ালের গান না হোলে বসনের নাচের কোনো মর্যাদা থাকবে না সে মেলার বায়নায়।……দ্বন্দ্ব জাগলো কবিয়ালের মনে। একদিকে তার দেহাতীত স্নিগ্ধ প্রেমের স্নিগ্ধ পরিবেশ যা পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো তার প্রতিভার বিমুগ্ধ স্বীকৃতিতে জয় যাত্রার ডাক এলো দেহবিলাসিনীর প্রচ্ছন্ন আত্মসমর্পনে—কোন পথ বেছে নেবে নিতাইচরণ চণ্ডীতলার সে অখ্যাত কবিয়াল? গান মনে এলো গুণগুণিয়ে। এই হার না-মানা গান গলায় নিয়ে যে পাগল কবিয়াল বেরিয়েছিলো পথে—তার চোখে একি বসন্তের আগুন না কৃষ্ণচূড়ার তলায় দেখা সেইকালো মেয়ের স্বপ্ন?

*　　*　　*　　*

সঙ্গীতাংশ

—এক—

নিতাই। ও আমার মনের মানুষ গো,
তোমার লাগি পথের ধারে
বাঁধিলাম ঘর।
ঠাকুরঝি। ও আমার মনের মানুষ গো,
তোমার লাগি পথের ধারে
বাঁধিলাম ঘর
নিতাই। ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি
তোমার নিশানা—
আমায় হেথায় টানে নিরন্তর।
ও আমার মনের মানুষ গো।

—দুই—

কবিয়াল ঃ—
সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি
করতে আইল
ও-বেটার বাবা ছিল সি দেল চোর,
কর্তা বাবা ঠ্যাঙ্গাড়ে,
মাতামহ ডাকাত বেটার, দ্বীপান্তরে
মরে।
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি
তুই,
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর চিংড়ির
পোনা রুই।
দোয়ারগণ ঃ—
অল্পজলই ভাল চিংড়ির—বেশী জলে
যাসনে।
কবিয়াল ঃ—
আস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে
যাবার আশা গো।
দোয়ারগণ ঃ—
ফরাৎ করে উড়্‌লো পাতা—
স্বগ্‌গে যাবার আশা গো।
কবিয়াল ঃ—
হায়রে কলি—কিই বা বলি—
গরুড় হবেন মশা গো—
স্বগ্‌গে যাবার আশা গো।
কবিয়াল ঃ—
ডোম বেটা ডোম মশায় শুদ্ধ ভাষায়
রাজবংশী,
চাম্‌চিকে যেমন চর্ম্মচিক্য, পাতিহাঁস
রাজহংসী!
কটাশ কামড় চটাস্‌ চাপড় গয়া
পেলেন মশা,
ওরে বেটা মশা কবি তোর হবে
সেই দশা।

—তিন—

নিতাই ঃ হুজুর—ভদ্দ পঞ্চজন, রয়েছেন
যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি জানি, জানি।
ওস্তাদ তুমি বাপের সমান
তোমায় করি মান্য—
তুমি মোরে দিচ্ছ গাল ধন্য
তুমি ধন্য।
তোমার হয়েছে ভীমরথি—
আমার কিন্তু আছে ভক্তি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব কোন ভয় করিনে।
আমি মশা তুমি গরুড় তোমারে সেলাম।
তবু আমি বলছি তোমায় তুমি যে
গোলাম।
বিষ্ণুর বাহন হলেও তুমি, গোলামী
তোমার পেশা
কারুর অধীন নাইকো আমি—আমি
ছোট্ট মশা।
যখন খুসী হাসি কাঁদি নাচি তাধীন্‌ ধীন্‌—
আমি নাচি তাধীন্‌ ধীন্‌।

—চার—

ভালবেসে এই বুঝেছি,—
সুখের সার সে চোখের জলেরে,
তুমি হাস আমি কাঁদি,
বাঁশী বাজুক কদম তলেরে।
আমি নিব সব কলংক,
তুমি হবে আমার রাজা।
হার মানিব, দুলিয়ে দিয়ে
জয়ের মালা তোমার গলেরে।
ভালবেসে এই বুঝেছি।
আমার ভালবাসার ধনে হবে
তোমার চরণ পূজা,
তোমার চোখের আগুন যেন
বুকে আমার পিদীম জ্বালেরে।
ভালবেসে এই বুঝেছি।

—পাচ—

কাল যদি মন্দ তবে
কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?
কাল কেশে রাঙ্গা কোসম
হেরেছ কি নয়নে?

—ছয়—

আহা রাঙ্গা বরণ সিমুল-ফুলের
বাহার শুধুই সার!
যারে সখী বাহার দেখে যা।
শুধুই রাঙ্গা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা,
গাছের অঙ্গে কাঁটা খরধার
মন-ভোমরা যাস্‌নে পাশে তার।

—সাত—

করিল কে ভুল হায়রে!
মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা 'কেয়াফুল'।
যেন কেয়াফুল হায়রে!

—আট—

চাঁদ তুমি আকাশে থাক,
আমি তোমায় দেখবো খালি।
ছুতে তোমায় চাইনাকো হে চাঁদ,—
ছুলে সোনার অংগে লাগবে কালি।
তাই চলেছি দেশান্তরে,
আঁধার দেশে ফিরবো ঘুরে,
ষোল কলায় তুমি বাড়ো,
জ্যোস্না-ধারা ঢালো খালি—
আমি তোমায় দেখব খালি।

—নয়—

পুঃ। ছি ছি ছি চন্দ্রাবলী!
মাকাল ফলের বাহার খালি,—
কাকে শুধু আহার করে,
ছোয়না কোন পাখীতে।
স্ত্রী। কাঁচে গেরো দিলি কালা,
সোনা মাণিক থাকিতে!
মরিলি মরিলি হায় গ্রহের ফাঁকিতে।
ও তোর মুখে আগুন—তোর মুখে
আগুন!
পুঃ। হায় কালাচাঁদ, হায় হায় হায়রে!
হায় কালাচাঁদ, বস্তি দেখাও,
দোষ হয়েছে আঁখিতে।
স্ত্রী। তোরা নুড়ো জেলেদে,
টিকেয় আগুন দিয়ে তোরা
তামুক খেয়ে লে।
তোরা নুড়ো জেলেদে।
ও তোর মুখে আগুন, তোর মুখে
আগুন, তোর মুখে আগুন।

---

* ইহা ছাড়াও বাণী-চিত্রে অপর কয়েকটি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চিত্র-মায়ার প্রথম নিবেদন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রযোজনা ও পরিচালনা ঃ

দেবকীকুমার বসু

চিত্র-মায়ার পক্ষে প্রচার-সচিব সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৫, ডক্টর সত্যানন্দ রায় রোড কলিকাতা-২৯ হইতে প্রকাশিত। ২৭-সি, চক্রবেড়িয়া রোড কলিকাতা-২০ শ্রীবিজয় প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত।

চতুর্থ সংস্করণ ঃঃ জুলাই ঃঃ ১৯৫৩

* দাম—দু' আনা *